মারি নিয়ে ঘর করি

ডাঃ সন্দীপন বক্সী

পুনশ্চ

॥ সূচিপত্র ॥

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়	১৭
জল্‌কে চল্‌	১৯
দেহপটসনে....	১৯
চন্দ্রবোড়া	২০
কাঁদতে মানা	২৩
শিউলি ফুল ... নয়নে তোর হিমকণা	২৪
ভাষা-বিভ্রাট	২৬
জেনারেটারের ঘর	২৭
এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু	২৭
ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে ...	৩০
Tics	৩২
Wilson's Disease	৩৫
বিপরীতে হিত	৩৮
ক্ষুদিরামের দেশে	৪১
'হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগো মরতে দাও।।'	৪২
COARCTATION	৪৫
খাবার	৪৭
'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে'	৫০
বন্ধ্যাত্ব	৫৬
সজ্জন দালাল	৬২
মানুষেই সুরাসুর	৬৪
জাদু ও আঙুরবালা	৬৯
'হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা'	৭২
মার্বেল	৭৫

জলের ধর্ম	৭৮
'অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত'	৭৯
'ওই আসনতলের মাটির 'পরে'	৭৯
'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি'	৮০
ফিরে দেখা R G Kar এবং মিস জোজো	৮১
3rd year Syndrome	৮৮
ডায়াবেটিস	৯২
কালাচ	৯৫
Multiple Sclerosis	১০১
চামড়ায় বাজে ভিতরের জ্বালা	১০৪
রিং-টোন বদলে দিলাম	১০৭
কেটামিনে জানা যায়—ক'টা মন	১১২
তিল যখন তিলোত্তমা	১১৪
আইলা	১১৭
পাগলাঘণ্টী	১১৯
বাপি, আমাকে নিয়ে যাবি না?	১২৬
অ্যালক্যাপটোন্যুরিয়া	১৩০
ভালবাসা—বমি—ভাবসমাধি	১৩১
'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'	১৪০
মে-মান্না-মঠ	১৪১
'মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সংগীতের মতো'	১৪২
নিতাই—'সত্যকাম'	১৪৪
ভোলাকে ডাক না বাবা—	১৪৫
ফাতনা-পানে শ্যেনদৃষ্টি	১৪৬
মোবাইল-বিলাস	১৪৭
ঘরে ফেরা	১৪৮
ফলশ্রুতি	১৫১
হইতে সাবধান	১৫৩
S. Tachy	১৫৮

॥ ভরা থাক স্মৃতি সুধায় ॥

কাজ সেরে পি জি থেকে ছুটতে ছুটতে হাওড়া গিয়ে ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ধরে দুর্গাপুর পৌঁছে মায়ের হাতে তাঁর প্রিয় শিল্পীর ক্যাসেটটা দিতেই তাঁর মুখখানি সিগনেচার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ভালোই করেছিস। গিনিদির কয়েকটা কম-শোনা গান এটাতে আছে দেখছি—ক্যাসেটটার ওপর চোখ বুলিয়ে মা বলল।

হাত-মুখ ধুয়ে টিফিন করতে করতে মাকে বললাম, তোমার গিনিদিকে আজ একটু বকে দিয়েছি—

সে কি রে! তাঁর সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

তিনি তো কয়েক মাস ধরে উডবার্ণ ওয়ার্ডে আমাদের আন্ডারে রয়েছেন।

তাঁর অসুস্থতার খবর শুনেছিলাম বটে। তা তাঁকে বকতে গেলি কেন?

আজ তাঁর কেবিনে ঢোকার আগে সিস্টারদের কাছে জানতে চাই ওষুধপত্র ঠিকমত পড়েছে কিনা। নার্সরা সমস্বরে বলে ওঠে, ওনাকে আমরা ইনজেকশন দিতে পারিনি। আমি সবিস্ময়ে তার কারণ জানতে চাইলে ওরা একযোগে অভিযোগ করে, উনি আমাদের সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেন, ইনজেকশন দিতে গেলে রেগে যান, বাধা দেন। কথায় কথায় বলেন, আমি চিফ্ মিনিস্টারকে ফোন করব ইত্যাদি। পেশেন্টের এমন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে সময়মতো ওষুধ না পড়লে ক্ষতি হবে বুঝতে পেরে আমি তাদেরকে ওষুধ-পত্র নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে বললাম। গিনিদেবীর বেডের কাছে গিয়ে হাসির রেখা টেনে 'কেমন আছেন?' বলে নাড়ী টিপলাম এবং নার্সকে ইনজেকশন দিতে বললাম। তিনি সরোষে বললেন, ইনজেকশন নেব না। এখানে কিচ্ছু চিকিৎসা হচ্ছে না। আমি চিফ্ মিনিস্টারকে জানাব। আমি তৎক্ষণাৎ নার্সকে ইনজেকশন দিতে বারণ করলাম এবং ল্যান্ড ফোনের রিসিভারটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতে বললাম। নার্স কথামতো কাজ করলে আমি রোগিণীকে বললাম, আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে নিন। দেখি তিনি কী বলেন তারপর স্যারদের সঙ্গে আলোচনা করে আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এ-কথা বলামাত্র তাঁকে বিহ্বল দেখাল; চোখেমুখে সে-বিরক্তি অসন্তোষের রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। তিনি কিছু বলার চেষ্টা করলেন, না, মানে—কিন্তু বলার মতো হয়তো কিছু পেলেন না।

আমি তাঁকে বললাম, আমার পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে সাহিত্যসংস্কৃতির চর্চা চলছে। আমার মা রবীন্দ্রসংগীতের ডিপ্লোমা হোল্ডার

এবং আপনার গান খুব পছন্দ করেন। আমার বা আমার এই বোনদেরও অন্যতমা প্রিয় শিল্পী আপনি। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। আমরা সবাই চাই আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমাদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করুন। অথচ আপনি এই নার্সদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। ওরা ভয়ে আপনার কাছে আসতে চায় না। ওরা আপনার মতোই ভদ্রঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা। ওদেরকে কথায় কথায় মন্ত্রী দেখালে ওরা ঘাবড়ে যাবে। আর আপনি মন্ত্রী দেখাচ্ছেন! তাঁরা-ও অসুস্থ হলে আমাদের কাছেই আসেন আসবেন এবং আমাদের চিকিৎসাধীন থাকেন, থাকবেন।

বৃদ্ধা হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, তবে যা ভাল বোঝো করো।

শিল্পীর প্রতি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, আপনার শরীরে একসঙ্গে অনেকগুলো রোগ বাসা বাঁধায় সমস্যাটা জটিল হয়ে উঠেছে। আমরা আমাদের সাধ্যমত আপনাকে বেস্ট ট্রিটমেন্ট, মেডিসিন ও কেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছি। দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করলে বা হাসপাতালে বন্দি থাকলে মন-মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন, সেটা বুঝতে পারি। বুঝতে পারছি বার বার ইনজেকশন নিতে কষ্ট হচ্ছে, রাগ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া ভালো, আপনার শরীরের বর্তমান যা অবস্থা তাতে শুধু ওষুধ খেলে আপনি যদি দু'সপ্তাহ বাঁচেন তবে ওষুধের সঙ্গে ইনজেকশন নিলে বাঁচবেন অন্তত এক মাস। এখন বলুন কী করবেন। তোমরা যা ভালো বোঝো করো—বলে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। আমার ইঙ্গিতে ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া হল।

আমার বাবাকে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাতে দেখে মা রান্নাঘর থেকে বলল, এখন হঠাৎ ক্যালেন্ডার নিয়ে পড়লে কেন? বাবা কোনো জবাব না দিয়ে একটা তারিখকে লালকালির বৃত্তের মধ্যে রাখলেন।

দুর্গাপুরে একটা দিন পরিবার পড়শি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে এলাম আমাদের ছাত্রাবাসে। কলুর বলদের মতো দায়িত্ব-কর্তব্যের কক্ষপথে ছুটে চলেছি। এমন সময় একদিন বাবা ফোন করে বললেন, পাপু, তোর নিদান হাঁকা সত্যে পরিণত হয়েছে। ক্যালেন্ডারে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত তারিখটার আগের দিন মারা গেলেন আমাদের প্রিয় শিল্পী। বাবার গলায় বিষাদের ছোঁয়া। মায়ের ডাগর চোখ জোড়া তখন নিশ্চয় শুকনো ছিল না। তাঁর কানে নিশ্চয় বাজছিল তাঁর গিনিদি'র প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতগুলি—আমার শেষ পরানের কড়ি...তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়...দিন শেষের রাঙা মুকুল...স্বপন পাড়ের ডাক শুনেছি...

॥ জল্‌কে চল্‌ ॥

বসিরহাটে চেম্বারে এক মাঝ বয়সী রোগী বললেন—

ডাক্তারবাবু, আপনার ওষুধ খেয়ে আমার পুরনো রোগটা সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।

আমি বললাম, তাহলে এসেছেন কেন?

—একটা নতুন রোগে ধরেছে।

—সেটা কী?

—প্রচণ্ড সর্দি-কাশি। একে শীতকাল। দিনের বেলায় না হয় জলে নেমে ওষুধ খেলাম কিন্তু রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে নেমে মাসখানেক ধরে ওষুধ খেতে যা কষ্ট ডাক্তারবাবু! সর্দি-কাশির আর দোষ কি?—বলে লোকটি খক খক করে কাশতে শুরু করলেন।

—ঠান্ডা জলে নেমে আপনার ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারটা বুঝলাম না।

—কেন, গেটে যে ভিড় সামলায় রিয়াজ না কি যেন নাম সে-ই তো আমাকে জলে ওষুধ খেতে বলেছিল।

রহস্যভেদের জন্যে রিয়া ওরফে রিয়াজউদ্দিনকে ডাকা হল। দুজনের কথা থেকে যেটা জানা গেল সেটা হচ্ছে, রোগীটি পেশায় মৎস্যজীবী। তিনি রিয়াকে বলেছিলেন, তাঁকে দিনরাত জলে জলেই কাটাতে হয়। তা শুনে রিয়া বলেছিল, ওষুধ তো আপনাকে খেতেই হবে; তা জলেই খাবেন।

রিয়ার কথা রোগীটি আপন বুদ্ধিমতো বুঝে প্রতিবার দিনে ও রাতে ওষুধ খাওয়ার সময় জলে নেমেছেন। মাসখানেক এই উদ্ভট পদ্ধতিতে ওষুধ খেয়ে সর্দি লাগিয়ে চেম্বারে ছুটে এসেছেন।

॥ দেহপটসনে... ॥

এস এস কে এম হস্‌পিটালের ফিমেল ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে একদিন ঢুকেই দেখি একটা বেডের সামনে জটলা। নার্সদের ভর্ৎসনার সুরে বললাম, ভিজিটরস্‌ আওয়ার কখন শেষ হয়ে গেছে। তার পরেও পেশেন্টের কাছে এত ভিড় থাকলে কাজ করা যাবে কি করে? লোকগুলোকে সরিয়ে দিন।

দর্শনার্থীরা চলে গেলে রোগিণীর কাছে যেতেই আঁতকে উঠলাম। একি বেডে আমার মা নাকি! মাথায় ব্যান্ডেজ। চোখে মুখে কাটা ছেঁড়ার দাগ।

মধ্যবয়স্কা। দেখতে অনেকটা আমার মায়ের মতো। বেড়ে রজনীগন্ধার স্তূপ।

রোগিনীদের দেখে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় এক সিস্টার বলল, স্যার, যে পেশেন্টের পাশে ভিড় দেখে বিরক্ত হচ্ছিলেন তাঁকে চেনেন?

—না।

—বুঝতে পেরেছি। উনি সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। অনেক সিনেমা করেছেন। যাত্রাদলে যোগ দিয়েছেন। রাতে যাত্রা করে ফেরার সময় তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং অভিনেত্রী আহত হন।

বাড়িতে মাকে একদিন ঘটনাটা বলতেই মা বললেন, তুই সিনেমা যাত্রা তো খুব কমই দেখিস তাই অনেক শিল্পীকেই চিনিস না। তারপর তিনি সুমিত্রাদেবীর অভিনয় প্রতিভার প্রশংসা করলেন এবং তাঁর অভিনীত কয়েকটা বইয়ের নাম করলেন। এখনও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মাধবী মুখোপাধ্যায় সিনেমায় টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করে চলেছেন অথচ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন—ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর ম্লান মুখে মিষ্টি হাসি।

॥ চন্দ্রবোড়া ॥

আজ মহালয়া। বাড়িতে না থাকার জন্যে ভোরে বেতার-সম্প্রচার 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা হয়নি। তবু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' মন্ত্র হৃদয়ে গেঁথে হাসপাতালে ঢুকেছিলাম সকালে।

পড়ন্ত বিকেলে উঁচু উঁচু বাড়ি গাছপালার আড়ালে পাটে বসা সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাওয়ায় মনে হয় শহরের বুকে বুঝি সন্ধ্যার বেণীবন্ধন খুলে গেছে। 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার 'পরে'। কোন্ সকালে বাটার টোস্ট খেয়েছি। পেটে আর কিচ্ছু পড়েনি। ছুঁচোয় ডন টানছে। গায়ে সোয়েটার নেই। হিমেল হাওয়ার শিরশিরানি টের পাচ্ছি। পি জি-র মেইন গেটের কাছে যেতেই দেখি এক প্রৌঢ় এক সিসটারের দু'পা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন,'দয়া করে আমার মেয়েকে ভর্তি করুন। ওকে বাঁচান দিদিমণি—।' স্ট্রেচারে অচেতন অবস্থায় শুয়ে বছর দশেকের বালিকা। শ্যামলা। রোগা। ময়লা ফ্রক। মুখে গাঁজলা।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী কেস সিসটার?

আর বলবেন না। চারদিন আগে মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়ায়। ওঝা ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র করে দু'দিন কাটিয়ে লোকাল হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আজ মড়াটাকে নিয়ে এসেছে। এখানে ভর্তি করতে হবে। আবদার আর কি!

আমি মেয়েটার নাড়ি দেখলাম এবং প্রস্রাব বন্ধ (renal failure) হয়নি জেনে প্রৌঢ়কে বলি—মেয়েকে তো প্রায় মেরেই নিয়ে এসেছেন। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষুনি কয়েকটা ওষুধ আনতে পারবেন? এই মুহূর্তে হাসপাতালে supply নেই। বেশি সময় হাতে নেই।

দেখি সামান্য দূর থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে আমায় নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলেন—কাকদ্বীপ অঞ্চলের কোনো পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এই ব্যক্তি বললেন, ওষুধ যা যা লাগবে লিখে দিন আমি কিনে আনছি।

আমি সিসটারকে মেয়েটিকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে বললে সে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আপনার তো এখনও খাওয়া হয়নি? যান, খেতে যান। পেশেন্টের যা কন্ডিশন, হাসপাতালে ভর্তি করতে না করতেই এক্সপায়ার করবে; তখন এরাই লোক জুটিয়ে রোগীকে আমরা অবহেলা করে মেরে ফেলেছি অভিযোগ করে আমাদের ওপর হামলা চালাবে। কত দেখলাম। আপনার বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম; পেশেন্ট-পার্টির তাণ্ডব তো দেখেননি। যান, লাঞ্চ আর করবেন কখন?

সিসটারের কথা কানে না তুলে রাক্ষুসে খিদে ভুলে মেয়েটাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। কয়েকটি বন্ধু আমার তৎপরতা দেখে টিপ্পনি কেটেছিল, বক্সি, তুই একটা লস্ট কেস নিয়ে বড্ড মাতামাতি করছিস। আমি কোনো কথা বলিনি; শুধু একটু হেসেছিলাম আর কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। একটা কেশর-ফোলানো জিদ চেপে গিয়েছিল যেমন করে হোক মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। অন্যান্য রোগী দেখা বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটার কাছে প্রতিদিন ছুটে আসতাম। নিজেই তার রক্ত টেনে নিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতাম রক্তে বিষের মাত্রা কতটা। চিকিৎসায় সাড়া মিলল। সাত-আট দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি শেষে জয় হল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের, জিতল মানুষ যার সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন

মানুষই দেবতা গড়ে তাহার কৃপার 'পরে
করে দেবমহিমা নির্ভর। . [চাঁদ সদাগর]